নিউ থিয়েটার্সের
চিত্র
18-1-41

THE NEW THEATRES LIMITED
নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

কর্ম্মীসঙ্ঘ

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

দেবকীকুমার বসু

সঙ্গীত পরিচালনা	...	পঙ্কজ মল্লিক
আলোক-চিত্র	...	ইউসুফ মুলজী
শব্দানুলেখন	...	লোকেন বসু
শিল্প-নির্দ্দেশ	...	সৌরেন সেন
সম্পাদনা	...	সুবোধ মিত্র
পরিস্ফুটন	...	সুবোধ গাঙ্গুলী
গান	...	অজয় ভট্টাচার্য্য
ব্যবস্থাপনা	...	পি, এন, রায়

বি-এ-এফ শব্দ-যন্ত্রে
— গৃহীত —

সহকারী

পরিচালনায়— ভোলানাথ মিত্র, অপূর্ব্ব মিত্র ও মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

অলোক-চিত্রে— কেষ্ট হালদার ও প্রভাকর হালদার

শব্দানুলেখনে— রণজিৎ দত্ত

সম্পাদনায়— চারু ঘোষ

দৃশ্য-সংগঠনে— অনাথ মৈত্র ও পুলিন ঘোষ

ব্যবস্থাপনায়— সুধীর ভট্টাচার্য্য

পরিচয়

রূপকুমারী	...	লীলা দেশাই
সত্যসুন্দর	...	ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
শেঠ হীরালাল	...	শৈলেন চৌধুরী
স্বামীজী	...	ছবি বিশ্বাস
জ্ঞানানন্দ	...	উৎপল সেন
কবি	...	পঙ্কজ মল্লিক
ভূতনাথ	...	ইন্দু মুখোপাধ্যায়
কিশোর	...	নরেশ বসু
গঙ্গা	...	কমলা দে
যমুনা	...	জ্যোতি

ফারুক মির্জ্জা, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, মোহন গোস্বামী, হরিমোহন বসু, কার্ত্তিক রায়, কালী গুহ, সাধন লাহিড়ী, কালী ঘোষাল

— প্রভৃতি —

কাহিনী

বহুদিন পূর্ব্বের কাহিনী।

সেদিন চম্পা নগরীর উপকণ্ঠে নর্ত্তকী রূপকুমারী তাঞ্জামে ক'রে চ'লেছিলেন সান্ধ্যভ্রমণে; সঙ্গে দেহরক্ষী অশ্বারোহী সৈনিক। সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে দূরে দেখা গেল বহু প্রাচীন এক বিরাট মঠ। নর্ত্তকী চম্পা নগরীতে এসেছেন মাত্র কয়েকদিন। কৌতূহল হোল সেই মঠ দেখবার। তাঞ্জাম এসে থামলো মঠের দ্বারদেশে। নর্ত্তকী প্রবেশ ক'রতে চাইলেন কিন্তু দ্বাররক্ষী বাধা দিলে; জানালে, মঠের ভিতরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ।

প্রবেশ নিষেধ!—জীবনে রূপকুমারী প্রথম শুনলেন এই কথা। জীবনে প্রথম দেখলেন একটি দুয়ার—যা' তাঁর আগমনে উন্মুক্ত হোল না। আহত অভিমানে জ্বলে উঠলো ক্রোধাগ্নি; তীব্র কণ্ঠে তিনি রক্ষীকে ব'ল্লেন—"জান তুমি, আমি কে? আমি নর্ত্তকী রূপকুমারী"।

যে নামে রাজপুরীর দুয়ার সসম্ভ্রমে খুলে যায়, সে নামে মঠের দুয়ার খোলেনা। দ্বাররক্ষী বিনয়-নম্র কণ্ঠে মাত্র তার পূর্ব্ব কথার পুনরাবৃত্তি ক'রলে। ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে রূপকুমারী জোর ক'রে মঠে প্রবেশ ক'রতে চাইলেন। কিন্তু দুয়ার বন্ধ হ'য়ে গেল। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী রূপকুমারীর মুখের ওপর সেদিন মঠের এক দ্বাররক্ষী দুয়ার বন্ধ ক'রে দিলে। ক্রোধে, অপমানে জর্জ্জরিত হ'য়ে রূপকুমারী ফিরে গেলেন প্রতিশোধের তীব্র বহ্নি বুকে নিয়ে। দিনের আলো তখন শেষ হ'য়ে এসেছে—মন্দিরের ভেতর হ'তে উঠছে ব্রহ্মচারীদের স্তবগান, অনন্তের উদ্দেশে।

শেঠ হীরালাল—অতি সম্ভ্রান্ত নাগরিক; দেশের রাজা তাঁর বন্ধু। তাঁরই আহ্বানে নর্ত্তকী রূপকুমারী এসেছেন চম্পা নগরীতে। তাঁরই সুরম্য উদ্যান-ভবনে নর্ত্তকী বসবাস ক'রছেন। সেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেশের অভিজাত নাগরিকগণের আসর জমে। নর্ত্তকী নাচেন, কবি গান গেয়ে থাকেন। হাস্যে-লাস্যে, নৃত্যে, সঙ্গীতে, আলোকে ও বর্ণ-ছটায় উদ্যান-ভবন ইন্দ্র-ভবনে পরিণত হয়। সেদিন নর্ত্তকী যখন ফিরে এলেন—আষাঢ়ের ঘনান্ধকার তাঁর মুখে, ভ্রূকুটীতে আসন্ন বজ্রপাতের আভাষ। শেঠ হীরালালকে ডেকে পাঠিয়ে নর্ত্তকী তাঁর চরম সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলেন, ব'ল্লেন—"শেঠজী—আপনার নাগরীক বন্ধুরা এখুনি আসবেন, পরামর্শ ক'রে দেখুন, নর্ত্তকী রূপকুমারীর জন্য মঠের দুয়ার খোলা হবে—না—আজ রাত্রেই সে চলে যাবে দূর দেশান্তরে?"

এই ব'লে নর্ত্তকী কক্ষান্তরে চ'লে গেলেন। শেঠ হীরালাল প্রমাদ গণলেন। দেশের রাজন্যবর্গ যে নর্ত্তকীকে অতিথিরূপে পাবার জন্য উন্মুখ, সেই নর্ত্তকী এসে ফিরে যাবেন—এতবড় অসম্ভব কথা ভাবাও যায় না। নাগরিক বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সাব্যস্ত হোল, মঠের দুয়ার খোলাতেই হবে। রূপকুমারীকে সেই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোল। আবার সন্ধ্যার আসর জমে উঠল। কবি গান ধরলেন; নর্ত্তকীর নূপুর ঝঙ্কার এসে মিললো সেই গানের তালে তালে।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়া যত সহজ ছিল, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তত সহজ হ'ল না। মঠের অধ্যক্ষ জ্ঞানানন্দ-মহারাজ অতি কঠোর ব্যক্তি। মঠের সম্পর্কে কাহারও কোন কর্তৃত্ব তিনি স্বীকার করেন না; রাজ-আদেশও সেখানে অচল। অর্থের প্রলোভনে জ্ঞানানন্দ-মহারাজকে সম্মত করানোর কল্পনা বাতুলতামাত্র। এ-হেন ব্যক্তির নিকট হ'তে নর্ত্তকীর জন্য মঠে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া শুধু দুর্লভ নয়, সে এক অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু শেঠ হীরালাল এক উপায় উদ্ভাবন ক'রলেন। জ্ঞানানন্দ-মহারাজ পৃথিবীতে একটি মাত্র লোকের কথা অবনত মস্তকে পালন করতেন—তিনি স্বামীজী। তিনিই মঠের প্রকৃত গুরু। জ্ঞানানন্দ-মহারাজের ওপর মঠের ভার অর্পণ ক'রে

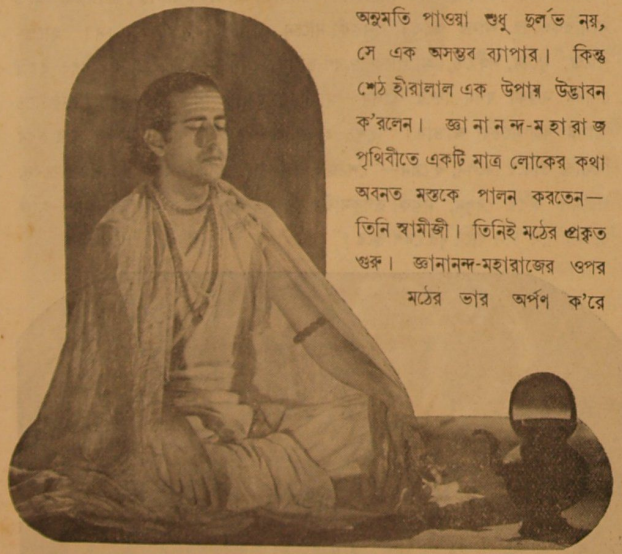

তিনি কোথায় যে বনে—জঙ্গলে পাহাড়ে—পর্ব্বতে ঘুরে বেড়াতেন তা কেউ জানতো না। কদাচিত তাঁর দেখা পাওয়া যেত; তাও আবার কোন বিশিষ্ট তিথিতে অথবা কোন বিশিষ্ট নক্ষত্রের যোগাযোগে। এই স্বামীজী একবার জ্ঞানানন্দ-মহারাজকে ব'লেছিলেন, জনমতকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। শেঠ হীরালাল নাগরিকবৃন্দ সমভিব্যাহারে জ্ঞানানন্দ-মহারাজের নিকট উপস্থিত হয়ে স্বামীজীর ঐ মতবাদের নজীর দেখিয়ে নর্ত্তকীর জন্য মন্দির প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। জ্ঞানানন্দ-মহারাজ অনেক চিন্তা ক'রে অবশেষে অনুমতি দিলেন।

এইখানেই হয়ত নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটত; কিন্তু বিধির বিধান ছিল অন্যরূপ। রূপকুমারী যখন বিজয়গৌরবে মঠের মধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে এমন একটি অচিন্তনীয় ঘটনা ঘট্‌লো, যার ফলে জ্ঞানানন্দ তাকে

মঠ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিলেন। রূপকুমারী তৎক্ষণাৎ তার সাঙ্গপাঙ্গ সমেত মঠ ছেড়ে চ'লে এলেন। রূপকুমারীর অবস্থা তখন দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত। জ্ঞানানন্দের বিরুদ্ধে তাঁর মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। তিনি স্থির করলেন, জ্ঞানানন্দকে এমন জায়গায় তিনি আঘাত করবেন, যেখানে তাঁর সবচেয়ে বেশী বাজবে।

মঠের কঠোর অনুশাসন না মেনে চলবার অপরাধে জ্ঞানানন্দ স্বামী কিশোর নামে একজন বিদ্রোহী ব্রহ্মচারীকে মঠ থেকে বিতাড়িত করেন। রূপকুমারী কিশোরকে নিজের আশ্রয়ে রাখলেন এবং তারই কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে জেনে নিলেন যে, জ্ঞানানন্দের সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র হচ্ছে সত্যসুন্দর নামে এক প্রিয়দর্শন যুবক ব্রহ্মচারী—জ্ঞানানন্দ এই সত্যসুন্দরকেই পরে মঠাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত করবেন। রূপকুমারী সঙ্গে সঙ্গে মনস্থ করলেন, তিনি জ্ঞানানন্দের বুকে শেল হানবেন এই সত্যসুন্দরকে জয় ক'রে।

কত বিচিত্র উপায়ে নর্ত্তকী—ব্রহ্মচারী সত্যসুন্দরকে ভোলাতে চাইলেন, কিন্তু সত্যসুন্দর অচল অটল। অবশেষে একদিন নর্ত্তকী সাজলেন যোগিণী। ব্রহ্মচারিণীর বেশে রূপলাবণ্যময়ী রূপকুমারী তাঁর মোহজাল বিস্তার ক'রলেন সত্যসুন্দরকে আকৃষ্ট করবার জন্য। রমণীর ছলা-কলায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সরলমতি সত্যসুন্দর এইবার ধরা দিলেন।

দিনের পর দিন যায়। নর্ত্তকীর সাহচর্য্যে সত্যসুন্দর যে আনন্দ অনুভব করেন তাকে তাঁর মন শুদ্ধ নির্ম্মল ধর্ম্মপ্রাণ পরমাত্মার আভাষ ব'লে মেনে নেয়। সুতরাং নর্ত্তকী যখন একদিন নিজের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত ক'রলেন, সত্যসুন্দর বিচলিত হ'লেন না; ব'ল্লেন—"তোমার অনুভূতিতে যে অনুভূতি আমি পেয়েছি, সে তো মিথ্যা নয়"। নর্ত্তকী বুঝলেন, এইবার তাঁর জয়যাত্রা জয়যুক্ত হ'য়েছে।

জ্ঞানানন্দ-মহারাজ স্বামীজীর সন্দর্শনে অতি দূর এক বনভূমিতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন, সমূহ বিপদ! তাঁর প্রিয়শিষ্য সত্যসুন্দর দুষ্টা নর্ত্তকীর নাগপাশে আবদ্ধ! কর্ত্তব্য স্থির ক'রতে তাঁর দেরী হ'লনা। নিয়মের প্রতিপালক তিনি; নিয়মভঙ্গের অপরাধে সত্যসুন্দরকে দণ্ডিত ক'রতে তিনি অনুমাত্র কার্পণ্য করলেন না। কিশোরের মত সত্যসুন্দরও মঠ থেকে নির্ব্বাসন-দণ্ড পেল।

দুর্য্যোগময়ী রাত্রি! প্রকৃতি যেন চম্পানগরীতে তাণ্ডবলীলা সুরু ক'রে দিয়েছে—দুরন্ত ঝঞ্ঝাবাতে রাজপথের উপর ভেঙ্গে পড়েছে বিরাট মহীরুহ এবং অসংখ্য প্রাচীর ও স্তম্ভ। এমনই কাল-রজনীতে রূপকুমারী উৎসবমগ্না—জ্ঞানানন্দের উপর চরম প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দে সে তার মধুকুঞ্জে সাদরে আমন্ত্রণ করেছে তার অগণিত ভক্ত নগর-নায়কদের। উৎসব-সভায় রসতরঙ্গ যখন পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রবাহিত, তখন কোথা থেকে কিশোর এসে রূপকুমারীকে সংবাদ দিল, প্রবল ঝটিকার মধ্যে সত্যসুন্দর মঠ থেকে বিতাড়িত হয়ে নিরাশ্রয় ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে—তার জীবন বিপন্ন। রূপকুমারীর উৎসবানন্দ, মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হ'ল।

প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার বাসনা নিয়ে রূপকুমারী সত্যসুন্দরের সঙ্গে যে খেলা সুরু করেছিল, তার পরিণতি কোন্‌খানে, তা এতদিন সে ভাববার অবসর পায়নি। আজ সত্যসুন্দরের পরম দুর্দ্দিনে, রূপকুমারী অকস্মাৎ আবিষ্কার করলেন যে, তিনি এর মধ্যে সত্যসুন্দরকে ভালবেসে ফেলেছেন—সত্যসুন্দর বিহনে তাঁর জীবন বৃথা। অপর কারো সাহায্যের অপেক্ষায় কালবিলম্ব না ক'রে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন নিজের প্রাণপ্রিয় সত্যসুন্দরের সন্ধানে। সমাগত বরেণ্য অতিথিরা তাঁর এই আকস্মিকতায় বিভ্রান্ত ভাবে তাকিয়ে রইল।

বহু অন্বেষণের পর রূপকুমারী যখন সত্যসুন্দরকে পেলেন, তখন সে পতনোন্মুখ বৃক্ষ দ্বারা গুরুতর ভাবে আহত হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে অচেতন। রূপকুমারী নিয়ে এলেন তাকে নিজের আবাস-স্থলে। তারপর চল্‌ল অক্লান্ত ভাবে সেবাশুশ্রূষা এবং দয়িতের শয্যাপার্শ্বে বিনিদ্র রজনী যাপন। রূপকুমারীর অন্তরের সুপ্ত নারী এতদিনে আপন স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। রমণীর স্বভাবসিদ্ধ সুনিপুণ পরিচর্য্যা দ্বারা রূপকুমারী যেদিন ফিরিয়ে আনলেন সত্যসুন্দরের চেতনা, সেদিন তাঁর সামনে যেন এক নতুন আনন্দলোকের দ্বার খুলে গেল; তাঁর প্রেমাতুর হৃদয় অনুভব করল স্বর্গসুখ। নর্ত্তকী-জীবনের যত কিছু সম্পদ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, তাঁর মনে হ'ল,—সমস্তই মিথ্যা, সবই অলীক। তিনি আজ যে নবজীবন লাভ করেছেন সেখানে ধনী বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নৈশ বিলাস-ব্যসনের কোনও স্থান নেই। আনন্দ-উৎসবের সমারোহকে তিনি তাঁর জীবন থেকে বিদায় দিলেন চিরতরে।

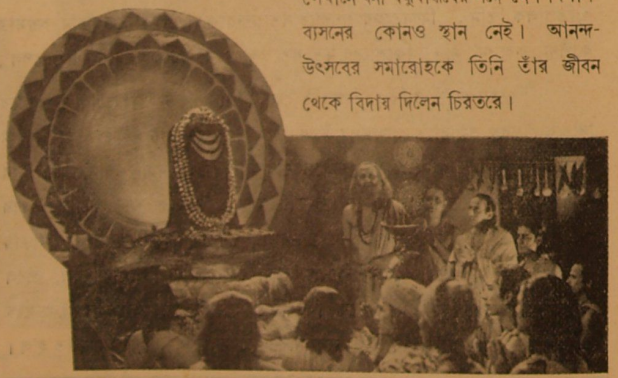

শ্রেষ্ঠী হীরালাল রূপকুমারীর জীবনের এই পরিবর্ত্তনকে তাঁর দার্শনিক বুদ্ধি দিয়ে একটি অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ব'লে মেনে নিলেন। কিন্তু রূপকুমারীর নৃত্য-সহচর গায়ক-কবি এই অবস্থান্তরকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ ক'রতে পারলেন না—নর্ত্তকী এবং ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর মিলন কখনই শুভ ফলপ্রসূ হয় না, এই কথাই তিনি বারংবার বলতে লাগলেন।

সত্যসুন্দরের জীবনে প্রেম একটি নূতন অনুভূতি। প্রথম কয়েক দিন সে যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে বিচরণ ক'রতে লাগলো। রূপকুমারী তার সামনে যে-উচ্ছ্বসিত প্রেমের সুধাপাত্র তুলে ধরেছিলেন, তা আকণ্ঠ পান ক'রে সে হয়ে রইল আত্মহারা—তার চোখে তখন রূপকুমারী আর জগত, জগত আর রূপকুমারী এক হয়ে গেছে। তাকে ছেয়ে রয়েছে একক রূপকুমারী।

কিন্তু শীঘ্রই অবসাদ দেখা দিল। যতই দিন যেতে লাগল, সত্যসুন্দর কোথায় যেন কেমন একটা শূন্যতাকে অনুভব ক'রতে লাগলো বারে বারে। সে ক্রমেই বুঝতে পারলে যে, মঠের আকর্ষণ তার কাছে দুর্নিবার। মঠের আদর্শ, মঠের বিচিত্র জীবনযাত্রা, ব্রহ্মজ্ঞানের পরমানন্দ লাভের জন্যে নৈতিক অনুশীলন,—এ সকলের যেন তুলনা নেই। সত্যসুন্দর হাঁপিয়ে উঠলো। একদিকে মন্দিরের আহ্বান আর এক দিকে রূপকুমারীর আকর্ষণ! সত্যসুন্দরের ক্রমবর্দ্ধমান চিত্ত-চাঞ্চল্য রূপকুমারীকে অস্থির ক'রে তুল্‌ল। সত্যসুন্দরকে তিনি যে হৃদয়ে স্থাপন করেছেন; তাকেও হারাতে

পারেন না। সত্যসুন্দরের জন্যে তিনি সর্ব্বত্যাগিনী হবেন, সেও ভাল; তবু তাঁকে তিনি বিসর্জ্জন দিতে পারবেন না কোন মতে। রূপকুমারীর মন যখন এই চিন্তায় মগ্ন তখন হঠাৎ তাঁরই আশ্রিত কিশোর অর্দ্ধোন্মাদ অবস্থায় উদ্বন্ধনে আত্মঘাতী হ'ল। এই ঘটনা রূপকুমারীর মনে গভীর ভাবে ছায়া-পাত করলো—বিভীষিকা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। সত্যসুন্দরকে বাঁধতে গিয়ে তিনি এ কি ক'রতে চলেছেন! তাঁর প্রাণপ্রতিম সত্যসুন্দরও যদি সহসা কিশোরের অনুগামী হয়! "না, না, এ হ'তে পারেনা"—রূপকুমারী প্রতিজ্ঞা করলেন, "আমি এ হ'তে দেবনা"।

এরপর তাঁর প্রিয়তম সত্যসুন্দরকে সুস্থ, সহজ এবং সুন্দর দেখবার জন্যে নর্ত্তকী রূপকুমারী যা করেছিলেন, তা একমাত্র সেই নারীই ক'রতে পারেন, যিনি তাঁর দয়িতকে যথার্থ প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন।

"নর্ত্তকী" হচ্ছে এই গভীরতম শাশ্বত প্রেমের আনন্দ এবং বেদনায় মথিত একটি অত্যুজ্জ্বল আলেখ্য!

— গান —

—এক—

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থানো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীত-ভয়-সূদন মামনাথং
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
হে পার্ব্বতী-হৃদয়-বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ
হে বামদেব ভবরুদ্রপিণাকপাণে
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥

(কোরাস্)

—দুই—

এস যৌবন—
এস যৌবন-মত্তা গো
মধুমাস হ'লো কি?
ভৃঙ্গার-ভরা সুধা
ওঠে কিরে ছলকি?

সাগরের কল্লোল শুনি তব বক্ষে,
বিজলীর ঝিলিমিলি আনিয়াছ চক্ষে,
শুধু প্রেম আরো প্রেম
সে কথাই বলো কি?
চাঁদে আজ কোন কাজ
তবে রূপে রোশনাই,
বন্ধন ভেঙ্গে যাওয়া
তাতে আজ দোষ নাই;

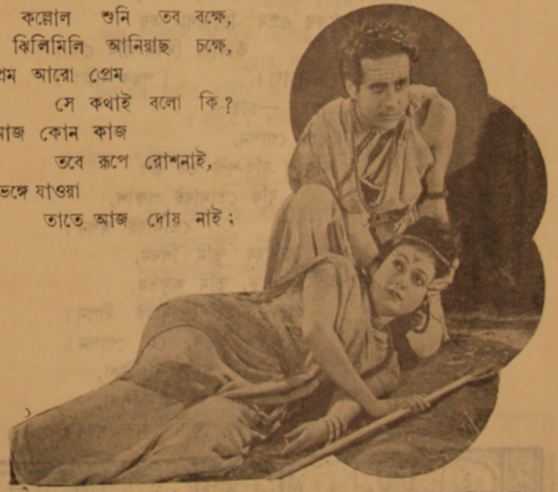

দাও প্রাণ নাও প্রাণ
থাক দূরে পৃথিবী!
কবি কয়—ওরে মন,
এই হাটে কি নিবি?
কিবা আছে বাকী তোর,
অকারণে আঁখি তোর
আজি ছল ছল কি?

রচয়িতা—অজয় ভট্টাচার্য্য। (পঙ্কজ মল্লিক)

—তিন—

যবে ফুলের নয়নে চাঁদের স্বপন নামিল,
কার জয়রথ আমার দুয়ারে থামিল।
চারু চোখে তার দেখিনু কিবা সে,
কি জানি ছিল রে মালার সুবাসে,
বুঝিনু আমার কিছু নাই আর
হারায়ে গিয়াছি আমি লো।
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে নয়ন ফিরায়ে গেল সে,
মোর আয়োজনে বলো কিবা ভুল পেল সে?
কবি দেখে কয়—এই তো প্রণয়,
মিলন মাঝারে বিরহের ভয়,
ক্ষণেকের প্রেম চিরব্যথা হয়
কাঁদায়ে দিবস-যামি লো।

রচয়িতা—অজয় ভট্টাচার্য্য। (পঙ্কজ মল্লিক)

—চার—

হে অরূপ, হে গোপন,
এ আকাশ রবি-শশী তব রূপ
বুঝি তোমারই প্রকাশ,
তোমারই স্বপন।
তুমি সত্যম্ সুন্দরম্ তুমি শিবম্,
মহাকাল-সাগরে, প্রভু, তুমি অমৃতম্,
প্রাণ-প্রদীপে তোমারই দীপন্।
হে অরূপ, হে গোপন॥
তুমি দুঃখের ভালে দাও আনন্দ-রাজটীকা,
তুমি আনন্দ-গৃহে জ্বালো দুঃখ-দহন-শিখা,
তুমি মহাভয়, তুমি অভয়-শরণ॥

স্বষ্টি-কমল শোভে তব করে,
প্রলয়ের খেলা চারু চরণ-ভরে;
তুমি দিবা, তুমি রাত্রি,
তুমি আদি, তুমি অন্ত,
তুমি জাগরণ, তুমি নিদ্রামগন।
হে অরূপ, হে গোপন॥

রচয়িতা—অজয় ভট্টাচার্য্য। (লীলা দেশাই)

—পাঁচ—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে তিতিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই, কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে এ হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল ঘরে॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
(তাই) বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি! সঙ্কেত করিয়া
কতনা যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
(বঁধুরে) ধরিয়া রাখিব ঘরে॥

রচয়িতা—চণ্ডীদাস। (পঙ্কজ মল্লিক)

—ছয়—

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে।
ত্রিভুবনতারিণি তরল তরঙ্গে॥
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে।
মমমতিরাস্তাং তব পদকমলে॥
ভাগিরথি সুখদায়িনি মাত।
তব জল-মহিমা নিগমে খ্যাত॥
নাহং জানে তব মহিমানম্।
পাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥

(কোরাস্)

—সাত—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সাংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
মা কুরু ধনজন-যৌবন-গর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

(কোরাস্)

—আট—

বঁধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙায়ব সই
সাধে নিরমিলু আশা-ঘর রে।
কোন কুমতিনী মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর রে॥
বঁধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনাইনু
সকলি বিফল ভেল মোর রে।
না জানি বঁধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয়রে॥
গগন উপরে চাঁদ কিরণ উদয় গো
কোকিল-কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো
বঁধুয়া না হয় যদি সাথী॥

রচয়িতা—চণ্ডীদাস। (পঙ্কজ মল্লিক)

—নয়—

হে বিশ্বনাথ শিবশঙ্কর দেব দেব,
গঙ্গাধর প্রথমনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ,
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
কৈলাস-শৈল-বিনিবাস বৃষাকপে হে,
মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ,
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ,
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক গুণাভিবেশ।
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো,
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥

(কোরাস্)

১৭২ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে
শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও
জি, সি, রায় কর্ত্তৃক ৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
জুভেনাইল আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত।